ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হালচাল ও করণীয়

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৯ এপ্রিল, ২০১৬)

১.

ইউনিয়ন পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনও ব্যাপক সহিংসতা ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ধাপে নির্বাচনের দিন নিহত হয়েছে ৯ জন এবং আহত হয়েছে কয়েক শত মানুষ। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনী সহিংসতায় এখন পর্যন্ড় ঝরে গিয়েছে ৫৬ জনের প্রাণ এবং আহত হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার জন। দ্বিতীয় ধাপে মোট ৬৩৯টি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৭টি জেলায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ৩৯টি জেলাতেই সহিংসতা ও অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। এই নির্বাচনে ৩৭টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়।

নির্বাচন কেমন হলো তা নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ভাষ্য থেকেই বুঝা যায়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় **প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রাকিবউদ্দীন আহমদ** বলেছেন,'প্রথম ধাপের ঘটনার আলোকে ইসির পক্ষ থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন মোটামুটি ভাল হয়েছে। তবে কয়েকটি ঘটনাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে ম্-ান করে দিয়েছে। সহিংসায় জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে' (*সমকাল*, ০১ এপ্রিল ২০১৬)। তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচনে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা কৌশল পরিবর্তন করেছে। এ কারণে প্রথম ধাপের তুলনায় দ্বিতীয় ধাপে প্রাণহানি বেশি ঘটেছে। তবে প্রথম ধাপের মতো এবার আর রাতের বেলায় সিল মারার ঘটনা ঘটেনি' (*কালের কণ্ঠ*, ০১ এপ্রিল ২০১৬)।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **জনাব মাহবুবুল আলম হানিফ** নির্বাচনের দিন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই নির্বাচনকে ত্র"টিপূর্ণ বলার সুযোগ নেই। হাতে গোণা কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া সব কেন্দ্রেই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে' (*সমকাল*, ০১ এপ্রিল ২০১৬)। জনাব হানিফ চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণার জন্য ৩ এপ্রিল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'ভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্ড়িপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন– নির্বাচনকে শান্ড়িপূর্ণ ও অবাধ করার জন্য তারা যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন। এ জন্য ইসি কঠোর আইনের ব্যবস্থা প্রয়োগ করবে এটাই আওয়ামী লীগ প্রত্যাশা করে। নির্বাচন বা নির্বাচন পরবর্তী কোনো সহিংসতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেখতে চায় না' (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ০৪ এপ্রিল ২০১৬)। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ম"লীর সদস্য, সাবেক মন্ত্রী **সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত** বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গতকালও ৮ জন মারা গেল। যখন এর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে, এদের তো রক্ষা আমাদের নির্বাচন কমিশন করতে পারে না। এই রকম নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিয়ে তো আমরা আসি নাই। কমিশন ইচ্ছা করলে নির্বাচন বাতিলও করতে পারে, ইচ্ছা করলে নির্বাচন গ্রহণও করতে পারে। কিন্তু এ কেমন? লড়েও না, চড়েও না। আগায়ও না পিছায়ও না। এইটা কী!' (*প্রথম আলো*, ০২/০৪/১৬)।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের দিন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে দলের যুগ্ম মহাসচিব **জনাব র"হুল কবির রিজভী** নির্বাচনে ভোট ডাকাতি, কেন্দ্র দখল, হামলা, খুন ও তা"বের অভিযোগ আনেন। ৩১ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী এ অভিযোগ করেন। তিনি নির্বাচন কমিশনকে 'খুনি' আখ্যা দেন (*কালের কণ্ঠ*, ০১ এপ্রিল ২০১৬)। বিএনপির আরেক যুগ্ম মহাসচিব **জনাব মোঃ শাহজাহান** প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রাকিবউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বৈঠকের পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'এতো প্রাণহানির পরেও সিইসি একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করছেন। এর মাধ্যমে তিনি খারাপ নির্বাচনের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন' (*সমকাল*, ০১ এপ্রিল ২০১৬)। ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন থেকে বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব **জনাব র"হুল কবির রিজভী** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে 'ভোট ডাকাতি'র নির্বাচন আখ্যা দিয়ে তা বাতিল ও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি করেন। তিনি বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দুই ধাপে ব্যাপক সহিংসতা ও অনিয়ম হয়েছে। আজ্ঞাবহ এই কমিশনের অধীনে সব নির্বাচন জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি বিএনপি'র থেকে 'ভোট ডাকাতি'র এ নির্বাচন বাতিলের দাবি জানিয়ে আবারও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি করছি' (*যুগান্ড়র*, ০৪ এপ্রিল ২০১৬)। তবে অনিয়মের অভিযোগে পরবর্তী ধাপগুলোর নির্বাচনে বিএনপি বা তার নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষ থেকে অংশ না নেওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করা হলেও পরবর্তীতে সবগুলো ধাপের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটিকে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ড় মনে করা হলেও দেশের সকল এলাকায় বিএনপি প্রার্থী ও সমর্থকদের সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে না।

৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মহাজোটের শরিকদল **জাতীয় পার্টির** পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে পার্টির কো-চেয়ারম্যান **জনাব জিএম কাদের** বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। এজন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আশঙ্কা করছি, সরকার যদি নির্বাচন ব্যবস্থা এভাবেই চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকে, ভবিষ্যতে এমন হতে পারে যে, গেজেটের মাধ্যমে ক্ষমতার জোরে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণ করা হবে। যেটা সবার জন্যই অমঙ্গলজনক হবে' (*মানবজমিন*, ০৫ এপ্রিল ২০১৬)।

ক্ষমতাসীন ১৪ দলীয় জোটের শরিকদল **বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে পার্টির সাধারণ সম্পাদক **জনাব ফজলে হোসেন বাদশা** বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপেও ব্যাপক সন্ত্রাস, কেন্দ্র দখলের মহোৎসব স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থীদের সহিংসতা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ, কেন্দ্র দখল

করে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সামনে ব্যালটে সিল মারার ঘটনা প্রথম ধাপকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এসব দায়-দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপিয়ে দায় এড়াতে চাইছে। এই হাল অব্যাহত থাকলে জনগণ অচিরেই ভোটের উপর আস্থা হারাবে' (*প্রথম আলো*, ০৩ এপ্রিল ২০১৬)। **বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন** নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'একটি স্বাধীন শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের জন্য আমরা দীর্ঘ লড়াই করেছি, আপনারা সেই সংগ্রামের অর্জন। আপনারা ব্যর্থ হন এটা আমরা চাই না। কিন্তু এই নির্বাচনে যা ঘটেছে, তা হলো ন্যাক্কারজনক; ব্যালটে সিল মেরে বাক্সে ভরার মহোৎসব।' দুই নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে কমিশনের প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি। ৩ এপ্রিল বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রাকিবউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, 'স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট দলের প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য প্রার্থী ও সমর্থকদের ভয়ভীতি, মারধর, বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভোটে অংশ নিতে বাধাগ্রস্ড় করা হয়েছে। এবিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিতদের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। কোথাও কোথাও পুলিশ ও নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তারা বিরোধী দলের প্রার্থীদের অবর"দ্ধ করে রেখে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ড় করেতে চেয়েছেন।" তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনই হলো নির্বাচন পরিচালনার অভিভাবক। তারা নির্বাচন পরিচালনায় দৃঢ় ও কঠোর হলে এবং দায়িত্ব পালনে অনিয়ম ও অবহেলার জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্যদের বির"দ্ধে ব্যবস্থা নিলে জনগণ নিরাপদে ভোট দিতে পারতো। কিন্তু ইউপি নির্বাচনে যা হলো, তাতে জনগণ আস্থা হারাবে।' তিনি জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের বির"দ্ধে কমিশনকে ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানান (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ০৪ এপ্রিল ২০১৬)।

বিপ- বী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে আগামী পর্বের নির্বাচন স্থগিত করে ব্যর্থতার দায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এই দাবি জানান।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সম্পর্কে গত ৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'প্রাণহানি অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়েছে, ইউপি নির্বাচনের একাল-সেকাল' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এ পর্যন্ড় দেশে ৯ বার ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালে। এই নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের সব জায়গায় পুলিশও নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রাম চৌকিদাররা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তেমন সহিংসতা হয়নি সেই সময়। একই পরিস্থিতি ছিল ১৯৭৭ সালে। ১৯৮৩ সালে নির্বাচনের দায়িত্ব প্রথমবারের মতো নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত হয়। সামরিক শাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে বড় ধরনের সহিংসতার তথ্য পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে জঘন্য ইউপি নির্বাচন হয় ১৯৮৮ সালে। এর মূল কারণ ওই নির্বাচনটি সারাদেশে একদিনে হয়েছিল। ফলে কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। দেশজুড়ে ভোটকেন্দ্র দখলের মহোৎসব চলে। এ অভিজ্ঞতা থেকে একদিনে ইউপি নির্বাচন করার চিন্ড়া বাদ দেয়া হয়। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ইউপি নির্বাচন নিয়েও তেমন অভিযোগ ছিল না। সে সময়ে বিএনপি ক্ষমতায় থাকলেও সবচেয়ে বেশি ইউনিয়নে জয় পায় আওয়ামী সমর্থিত প্রার্থীরা। এর পর ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রাণহানি ঘটে ৩১ জনের। সেই সময় ৪১৮টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ২০০৩ সালে সপ্তম ইউপি নির্বাচনে ২৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। নির্বাচনে ১০৩টি ইউপি'র ১৪০টি ভোটকেন্দ্র স্থগিত করা হয়েছিল। ২০১১ সালে ২৯ মার্চ থেকে শুর" হয়ে জুলাইয়ে শেষ হওয়া অষ্টম ইউপি নির্বাচনে ১০ জন নিহত হয় বলে জানিয়েছে ইসি সচিবালয়ের সংশি- ষ্টরা। তারা বলেছেন, নির্দলীয় ওই নির্বাচনে দেড় শতাধিক কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করা হয়েছিল। অতীতের সব নির্বাচনের তুলনায় এবারের সহিংসতার মাত্রা অনেক বেশি। যদিও ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৮০ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। সেটি মূলত হয়েছিল একদিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কারণে। এবারের এখন পর্যন্ড় (দুই ধাপে) নিহতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪০ জন। সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ১৩শ ইউপিতে ভোট হয়েছে, তাতেই এত প্রাণহানি। যেহারে সহিংসতা হচ্ছে তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও বাড়বে।'

উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াসমূহ ও প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবারের নির্বাচনে কতটা অনিয়ম হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনে সহিংসতার ব্যাপারটি স্বীকার করে নেওয়া হলেও ৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে কমিশনের পরিচালক (জনসংযোগ) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় "লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কিছু পত্র পত্রিকায় ও টিভি টক শো-তে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বিভ্রান্ড়িমূলক আলোচনা চলছে।" সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোট কেন্দ্রে সহিংসতা বন্ধ ও শান্ড়িপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ও সতর্ক করা; দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাদের বির"দ্ধে শান্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে হুশিয়ার করা, দায়িত্বে অবহেলার জন্য ১১জন এএসআইকে তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করা, ভোট কারচুপির অভিযোগে ১০২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে যাদের প্রতীকে জাল ভোট দেওয়া হয়েছে তাদের বির"দ্ধে এবং অন্যান্য দুস্কৃতকারীদের বির"দ্ধে মামলা করা, ৬ থানার ওসি ও একজন এসপিকে কমিশনে তলব করে সতর্ক করা, ৩জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ৪জন ওসিকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বদলি করা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একজন নির্বাচন অফিসার ও একজন উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে বদলি করা, আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য প্রার্থী ও তাদের সমর্থক ১২জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদ" প্রদান, ১৩০জনকে মোট ৪,১৭,৫০০ টাকা জরিমানা করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ সদস্যগণকে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যাপক সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতির বিষয়ে স্বস্ড়ি প্রকাশসহ পরবর্তী পর্যায়ে আরও অধিকতর গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। উলে- খ্য, সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সহিংসতার কথা উলে- খ করা হলেও ব্যাপক প্রাণহানির বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের কাজের যত ফিরিস্ড়িই দেওয়া হোক না কেন বা কমিশন যতই আত্মতুষ্টিতে থাক না কেন, এই নির্বাচনে কমিশন যে নিরপেক্ষতা ও যথেষ্ট সাহসিকতার সাথে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর কোনো কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয় কাজের ফলাফলের ওপর। অনেক কাজ করেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া না গেলে, কাজের দুর্বলতা ও ত্র"টি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা তখন জর"রি হয়ে পড়ে। আমরা মনে করি, নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সংশি- ষ্টদের সার্বিক দুর্বলতার কারণেই প্রথম ধাপের মত দ্বিতীয় ধাপেও ভোটকেন্দ্রে প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়া বা ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া; বুথ দখল করে বা ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মারা; চেয়ারম্যান প্রার্থীকে প্রকাশ্য ভোট দিতে বাধ্য করা বা চেয়ারম্যানের ব্যালট পেপার কেড়ে নেওয়া; নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্তৃক ভোটারদের হাতে শুধুমাত্র সদস্য পদপ্রার্থীদের ব্যালট পেপার দেওয়া; নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপারে সিল মারা বা সিল মারতে সহায়তা করা; নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে ও নির্বাচনের পর ব্যাপক সহিংসতা; ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলিবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। চেয়ারম্যান প্রার্থীকে প্রকাশ্য ভোট দিতে বাধ্য করা বা চেয়ারম্যান প্রার্থীদের ব্যালট পেপার কেড়ে নেওয়া অথবা নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্তৃক ভোটারদের হাতে শুধুমাত্র সদস্য পদপ্রার্থীদের ব্যালট পেপার দেওয়ার ঘটনাটি প্রথম ধাপের নির্বাচনে সীমিত কিছু এলাকায় ঘটলেও, দ্বিতীয় ধাপে তা অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, ভোট কেন্দ্র দখলের অভিযোগ পেয়েও ভোট বন্ধ করেনি ইসি।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, 'চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নে সকালে নৌকা প্রতীকের সমর্থকেরা নয়টি কেন্দ্র থেকে অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেন। বিষয়টি জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা কমিশনকে জানান। কমিশন সচিবালয় থেকে এ বিষয়ে বেলা সাড়ে ১১টায় ঐ ইউনিয়নের নির্বাচন পুরোপুরি বন্ধের সুপারিশ করে নথি উত্থাপন করা হয়। সিইসিসহ তিন কমিশনার তাতে সম্মতি দেন, কিন্তু এরপর নথিটি কমিশনার জাবেদ আলীর কক্ষে গিয়ে আটকে যায়। বিকেল চারটায় তিনি অন্যদের সাথে দ্বিমত করে নথি ছেড়ে দেন। তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গাজীপুর ইউনিয়নের নির্বাচন বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু তখন আপত্তি তোলেন নির্বাচন কমিশনার মোঃ শাহনেওয়াজ। তিনি বলেন 'এখন ভোট বন্ধ করা হলে নৌকা প্রতীকের সমর্থকেরা প্রিসাইডিং ও অন্যান্য ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের আটকে ফেলবে। এতে দাঙ্গা হাঙ্গামাও শুর" হতে পারে।' শেষ পর্যন্ড় কেন্দ্রগুলো আর বন্ধ হয়নি" (*প্রথম আলো*, ০১ এপ্রিল ২০১৬)। ১২ এপ্রিল পর্যন্ড় নির্বাচনী সহিংসতায় ৫১ জনের মৃত্যু এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হলেও গত ১৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্ড়িপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরস্পর পরস্পরকে ধন্যবাদ জানান (*দি ডেইলি স্টার*, ১৪ এপ্রিল ২০১৬)।

শুধু নির্বাচন কমিশনই নয়, রাজনৈতিক দলসমূহ এই নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী অনিয়ম ছাড়াও রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের বির"দ্ধে ব্যাপক মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠে। গতকাল ১৮ এপ্রিল ২০১৬ *যুগান্ড়রে* এ সংক্রান্ড় এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দল আওয়ামী লীগে ব্যাপক মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। দু'দফায় নির্বাচন হওয়ার পর এখন বাণিজ্যের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। অধিকাংশ এলাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বির"দ্ধে এ অভিযোগ। সর্বশেষ রোববার চট্টগ্রামে দলীয় নেতাদের বির"দ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। এর আগে সিলেট, সিরাজগঞ্জসহ একাধিক স্থানে সংবাদ সম্মেলন এবং খুলনায় মানববন্ধন করে দলের নেতাকর্মীরা মনোনয়ন বাণিজ্যের বির"দ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ চিত্র সারা দেশেই।'

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রাঙ্গামাটি জেলার সকল ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে যে, সন্ত্রাসীদের ভয়ে ১৯টি ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং ২৭টি ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেননি। নির্বাচন স্থগিতের কারণটি যৌক্তিক এবং উদ্যোগটি প্রশংসনীয় হলেও, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেননি বলেই নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক ইউনিয়নে (প্রথম ধাপে ১১৯ ও দ্বিতীয় ধাপে ৭৯টি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে না পারলেও এবং সংশি- ষ্ট ইউনিয়নসমূহের নির্বাচন স্থগিতের দাবি উঠলেও নির্বাচন কমিশন তখন নির্বাচন স্থগিত করেনি। তখন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল 'কে দাঁড়ালো না দাঁড়ালো তা দেখার দয়িত্ব কমিশনের নয়'। উলে- খ্য, প্রথম ধাপের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৫৪ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ জনই ছিলেন বাগেরহাট জেলার।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের ব্যাপারে ৯ এপ্রিল ২০১৬ *কালেরকণ্ঠের* এক প্রতিবেদনে নির্বাচন কমিশনের বরাত দিয়ে বলা হয়, চেয়ারম্যান পদে ১৯৮৮ সালে ১০০ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৭ জন এবং ২০০৩ সালে ৩৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১১ সালের ইউপি নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। তবে কমিশনের কর্মকর্তাদের সূত্র ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ তে এমন কোনো উলে- খযোগ্য ঘটনা ছিল না। এবারের নির্বাচনে প্রথম তিন ধাপেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত চেয়াম্যানের সংখ্যা ১১৩ তে পৌঁছে গিয়েছে (*কালের কণ্ঠ*, ৯ এপ্রিল ২০১৬)।

২.

প্রথম ধাপের নির্বাচনের মত দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের ফলাফলেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ব্যাপক ফারাক পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে মোট ৬২৮টি ইউনিয়নের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪৪৪টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৬১টি, জাতীয় পার্টি ৩টি, জাতীয় পার্টি-জেপি ২টি, জাসদ ২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১১৬টি ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে বলে গণমাধ্যমসূত্রে জানা গিয়েছে। স্থগিত আছে ১১টি ইউনিয়নের ফলাফল। এই ধাপে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৩৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এ পর্যন্ড় ঘোষিত ১ হাজার ৩৫২টি ইউনিয়নের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৯৮৪টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১০৮টিতে জয়ী হয়েছে।

প্রথম আলো'র ফলাফল বিশে- ষণে (৯ এপ্রিল, ২০১৬) দেখা যায়, দুই ধাপে ১ হাজার ২১৭টি ইউপিতে গড়ে ৫০.৯৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে আওয়ামী লীগ। বিএনপি যেসব ইউপিতে অংশ নিয়েছে সেগুলোতে তারা পেয়েছে ১৯.৬৮ শতাংশ ভোট। বাকি ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিদ্রোহী প্রার্থী ও অন্যান্য দল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে দেখা যায়, ১৮৩টি ইউপিতে মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৮০ শতাংশের বেশি পেয়েছে তারা। এর মধ্যে ৮৪টিতে ৯০ শতাংশের বেশি এবং ২টিতে ৯৯ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। অপরদিকে ৩৯৪টি ইউপিতে মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ১০ শতাংশের কম ভোট পেয়েছে বিএনপি। এর মধ্যে ৪১টিতে দলটি ১ শতাংশ ভোটও পায়নি। বাগেরহাটের মংলার চাঁদপাই ইউনিয়নে একটি ভোটও পায়নি বিএনপি। বিশেষজ্ঞ ও বিশে- ষকদের মতে, নির্বাচনের এই ফল অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর।

ইতোমধ্যেই পত্র-পত্রিকার নির্বাচনের ফলাফল পাল্টানোর অভিযোগও উঠেছে। গতকাল ১৮ এপ্রিল *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এ বিশিষ্ট কবি মোহন রায়হান প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠিতে সিরাজগঞ্জ জেলার খোকশাবাড়ী ইউনিয়নের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার বিস্ড়রিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। একই তারিখে *কালের কণ্ঠে* প্রকাশিত 'মৃতরাও ভোট দিয়েছেন!' শিরোণামের এক প্রতিবেদনে শেরপুর জেলার শ্রীবরদী সদর ইউনিয়নের একজন সাধারণ সদস্য প্রার্থী মৃত ব্যক্তি ও প্রবাসীদের নামে ভোট প্রদানের তথ্য প্রমাণ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে হাজির হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

৩.

তৃতীয় ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৩ এপ্রিল ২০১৬। চতুর্থ ধাপের মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রত্যাহারের কাজও সম্পন্ন হয়েছে, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ মে ২০১৬। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ২৮ মে ও ৪ জুন ২০১৬। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, যাচাই-বাছাই ও প্রত্যাহরের পর তৃতীয় ধাপে মোট ৬২০টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ৬২০ জন, বিএনপি থেকে ৫৩৯ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ১৬৭ জন, জাসদ থেকে ৩ জন, বিকল্পধারা থেকে ৩ জন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে ১২ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে ৯২ জন, জাতীয় পার্টি-জেপি থেকে ৩ জন, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ থেকে ৩ জন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ৫ জন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থেকে ১০ জন, খেলাফত মজলিস থেকে ২জন, বাসদ থেকে ১ জন, অন্যান্য দল থেকে ৪ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১ হাজার ৮৮৫ জন প্রার্থী অর্থাৎ সর্বমোট ২ হাজার ৬৭২ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন (*আমাদের সময়*, ৭ এপ্রিল ২০১৬)। তৃতীয় ধাপেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৫ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। বিএনপি প্রার্থী দিতে পারেনি ৮১টি ইউনিয়নে।

আমরা সকলেই যদি চাই যে, পরবর্তী ধাপের নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোক, তবে বিষয়টি নিয়ে এখন থেকেই সংশি- ষ্ট সকলকেই যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সকলকেই, বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভূমিকাগুলো হতে পারে নিম্নরূপ:

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা:

একটি নির্বাচনের সঙ্গে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকলেও নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কোনো নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্ড়িপূর্ণ করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের আইনি, নৈতিকতাপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সাহসী ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য কমিশনের রয়েছে ব্যাপক ক্ষমতা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশি- ষ্ট সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে কঠোর হতে হবে। সকল দল ও প্রার্থীর জন্য 'লেভেল পে- য়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করতে হবে। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহীদের মনোনয়নপত্র জমাদানের অধিকার নিশ্চিত করতে দ্র ততার সাথে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমাদানের বিধান করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনকে সবসময় মনে রাখতে হবে, আশির দশকের একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছিল, তা কোনোভাবেই ধ্বংস হতে দেয়া যাবে না। সাম্প্রতিক অতীতের কয়েকটি নির্বাচনসহ প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পর আবারো নির্বাচন পদ্ধতি ধ্বংসের যে আশঙ্কা জনমনে তা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে হবে। নির্বাচনের সঙ্গে সংশি- ষ্ট সকলের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, **একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব কমিশনের। নির্বাচনকালে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সরকারসহ নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত সকলেই নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করতে বাধ্য। এর**

ব্যত্যয় ঘটলে কমিশন তা সহজভাবে মেনে নেবে না। সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের শতভাগ সহযোগিতা না পাওয়া গেলে, নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নেবে না।

সরকারের ভূমিকাঃ

একটি নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এজন্য সরকারকেই প্রথম নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। সাথে সাথে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। মন্ত্রীরাসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত না করেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন, সেজন্য তাঁদেরকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। **সরকারকে এই মর্মে হুশিয়ারী উচ্চারণ করতে হবে যে, কেউ যদি নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

রাজনৈতিক দলের ভূমিকাঃ

একটি ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও আচরণবিধিসহ নির্বাচনী আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। মনোনয়ন বাণিজ্যের মনোভাব পরিহার করে, দলগুলোকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দিতে হবে। দলীয় সংসদ সদস্যগণ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়া'র দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তাদের মনে রাখতে হবে যে, এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন। এই নির্বাচনে হেরে গেলেও সরকারের পতন ঘটবে না।

পরিশেষে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে বলতে চাই, প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলসহ সংশি- ষ্ট সকলেই যদি স্ব স্ব অবস্থানে থেকে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, শুধুমাত্র তবেই পরবর্তী ধাপের নির্বাচনগুলো ভালো হতে পারে, অন্যথায় নয়। নির্বাচন কমিশনকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তারাই। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদেরই। তাই, সাহসিকতার সাথে তাদেরকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। নইলে, জাতি তাদের ক্ষমা করবে না।